ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃঃ 4 কলাম ...

MAR. 02 2002

বরিশাল বিভাগে বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প ত্বরিত বাস্তবায়নের আবেদন

সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা যায় যে, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন যে, পটুয়াখালী কৃষি কলেজকে বিলুপ্ত করে বিগত সরকার পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পাস করা আইনটি স্থগিত রেখে বৃহত্তর পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পটি দুমকি থেকে অন্যত্র স্থানান্তর করা হবে এবং পটুয়াখালী কৃষি কলেজটিকে পূর্ণাঙ্গ পৃথক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হবে। তিনি এই মর্মে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পটি একনেক অনুমোদিত একটি পৃথক প্রকল্প। এর মোট বরাদ্দ মাত্র ১৬ কোটি টাকা। অথচ পটুয়াখালী কৃষি কলেজ প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছে ৫০ কোটি টাকা এবং এর বর্তমান প্রতিস্থাপন মূল্য ১৫০ কোটি টাকারও বেশি।

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০১ এখনো বাস্তবায়ন তথা প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়নি ফলে অত্র আইনের ৫৯ নং ধারা মোতাবেক কৃষি কলেজটি এখনো বিলুপ্ত হয়নি। এর নির্বাহী প্রধান কলেজের প্রিন্সিপাল। আর বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী প্রধান হচ্ছেন প্রকল্প পরিচালক এবং এর বাজেট সম্পূর্ণ পৃথক যদিও কার্যালয় পটুয়াখালী কৃষি কলেজ ক্যাম্পাসে অস্থায়ীভাবে চালু করা হয়েছে।

আইনানুগ/প্রশাসনিক/বাজেট-এর বিবেচনায় বৃহত্তর পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পটি এবং বৃহত্তর দিনাজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট কৃষি কলেজ ক্যাম্পাস থেকে উল্লিখিত বৃহত্তর জেলা দুটির অন্যত্র (জনবলসহ) স্থানান্তর করতে কোনো অসুবিধা নেই।

উল্লেখ্য সাবেক মহকুমা থেকে উন্নীত জেলা টাঙ্গাইল এবং বৃহত্তর ফরিদপুরের সাবেক মহকুমা থেকে উন্নীত গোপালগঞ্জ জেলায় অনুরূপ দুটি পৃথক বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বিগত সরকার অনুমোদন এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করে বাস্তবায়ন করে আসছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বৃহত্তর জেলাসমূহের সমোন্নয়নের বৃহত্তর স্বার্থে বাকি ১০ টি (৪+৬) বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর জেলায় মহকুমা থেকে উন্নীত অথচ অনুন্নত নতুন জেলাসমূহে স্থাপন সমীচীন ও অধিক যুক্তিযুক্ত।

পটুয়াখালী কৃষি কলেজটি এবং হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজটি জন্মলগ্ন থেকেই দেশের একমাত্র বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের অধিভুক্ত কলেজ। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আজ পর্যন্ত এদের একাডেমিক কার্যক্রম তথা ছাত্রদের রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ এবং সনদপত্র প্রদান করে আসছে। কৃষি কলেজ দুটি বিলুপ্ত করে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনানুগভাবে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত কৃষি কলেজ দুটির প্রশাসন পৃথকভাবে চালু আছে এবং একাডেমিক নিয়ন্ত্রণ করছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। আমরা কোনোমতেই বুঝে উঠতে পারছি না যে, অত্র কলেজ দুটি ১৯৯৯-২০০০ এবং ২০০০-২০০১ একাডেমিক সেশনে ১২৫+১২৫=২৫০ জন ছাত্র দুই ব্যাচ প্রথম বর্ষে ভর্তি করেছে কিন্তু দুটি কৃষি কলেজেই বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ থেকে উল্লিখিত প্রথম বর্ষের ছাত্রদের কি কারণে রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেনি এ বিষয়ে পূর্ণ তদন্ত করার জন্য বর্তমান সরকারকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আরো উল্লেখ্য যে, অত্র দুটির তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের ছাত্রদের রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ সনদপত্র প্রদান আজ পর্যন্ত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রাধীন রয়েছে। ঐ সমস্ত সিনিয়র ছাত্রছাত্রীবৃন্দ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়/হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়/পটুয়াখালী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের অনুরূপ) ডিগ্রি/ সনদপত্র গ্রহণ করতে আগ্রহী।

উল্লিখিত ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী কৃষি কলেজ দুটির বিলুপ্তিসহ সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থার জন্য জোর আন্দোলন চালাচ্ছে। অত্র মেধাবী ছাত্রছাত্রী এবং তাদের সুবুদ্ধিসম্পন্ন অভিভাবকদের অবগত করা হচ্ছে যে, মাননীয় রাষ্ট্রপতি আইন দুটিতে বিগত ৮/৭/০১ এবং ১২/৭/০১ তারিখে অনুমোদন জ্ঞাপন করেছেন এবং প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট আইনটি কার্যকর হবে এবং ঐ প্রজ্ঞাপনের তারিখ থেকে আইনানুগভাবে হাজী দানেশ/পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চালু হবে। চালুর পরই কেবল নতুন ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও পরীক্ষা আইনানুগভাবে গ্রহণ করতে পারবে। বিগত ২০ মাস পূর্বে প্রথম বর্ষে (কৃষি কলেজে) ভর্তিকৃত ছাত্রদের কোন আইন বলে Post Facto রেজিস্ট্রেশন প্রদান করবে। যেহেতু কৃষি কলেজ দুটি এখনো বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কৃষি কলেজ হিসেবে চালু আছে। আইনানুগভাবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একই তাদের Post Facto রেজিস্ট্রেশন প্রদান করতে পারে। সরকার, ছাত্রছাত্রীদের দাবি মোতাবেক প্রজ্ঞাপন জারি করলে ঐ ২৫০ জন ছাত্রছাত্রীকেই নতুন করে প্রথম বর্ষে ভর্তি করতে হবে। (পুরোনো ২৫০ জন এবং নতুন ১২৫ জন) যা একটি উদ্ভট সিদ্ধান্ত বলে প্রমাণিত হবে। দুই কৃষি কলেজের ৫০০ ছাত্রছাত্রীকে একাডেমিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এর যৌথ উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় বিশেষ বিবেচনায় Post Facto রেজিস্ট্রেশন প্রদানসহ পরীক্ষা গ্রহণ করে তাদের একাডেমিক সমস্যা সমাধান সহজেই করতে পারে। আগামী নতুন প্রথম বর্ষে ছাত্রছাত্রীদেরকে চালু কৃষি কলেজ দুটিতে ভর্তি করে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করতে হবে। বিগত দু বছরের ন্যায় সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট কৃষি কলেজ দুটিই পৃথক ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেই ছাত্র ভর্তি করবে (বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ হিসেবে)।

সরকার সংশ্লিষ্ট আইন দুটির ৫৯নং ধারাটি রাষ্ট্রপতি এক অধ্যাদেশে রহিত, কৃষি কলেজ দুটিকে কৃষি মন্ত্রণালয়ে পুনরায় ফেরতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন (কৃষি কলেজকে রূপান্তর) এবং পটুয়াখালী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন (কৃষি কলেজে রূপান্তর) দুটি নতুন আইন প্রণয়নের দায়িত্ব কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করতে হবে। অতীতে গাজীপুর জেলায় অবস্থিত সাবেক ইপসাকে বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিতকরণের আইন প্রণয়ন এবং সংসদে উপস্থাপন ও অনুমোদন; শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া আইন কৃষি মন্ত্রণালয়ই প্রণয়ন করেছিল। উল্লেখ্য বিগত বিএনপি সরকার ১৯৯৪ সালে একজন যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি শিক্ষা উইং সৃষ্টি করেছে যা এখনো চালু আছে। সরকারকে অবগত করা হচ্ছে যে, বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজ্ঞাপন জারি করা হলে সংসদে পাসকৃত এবং মাননীয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনেরই পৃথক পৃথক ১২টি প্রজ্ঞাপন একই তারিখে জারি করতে হবে, নতুবা সংশ্লিষ্ট জেলার জনগণের মধ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার অনাকাঙ্ক্ষিত সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় মহিলা ও শিশু বিষয়কমন্ত্রী, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, কৃষি প্রতিমন্ত্রী এবং বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ও সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যবৃন্দের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

অবসরপ্রাপ্ত জনৈক অধ্যক্ষ